

॥ श्रीमद्भगवद्गीता विवेचन सारसंक्षेप ॥

अध्याय 14: गुणत्रयविभागयोग

2/2 (श्लोक 14-27), रविवार, 02 अक्टूबर 2022

ब्याख्याकार: गीता विदुषी माननीया बन्दना वर्णेकर महाशया

इউटीउव लिंक: <https://youtu.be/x6dqEybbPFw>

सत्त्व, रजः ओ तमगुणेर परिणाम एबं गुणातीतेर लक्षण

भगवानेर काछे प्रार्थना ओ दीप प्रज्ज्वलन करे एबं मा सरस्वती, सदगुरु गोविन्द देव गिरि जी, वेद व्यास जी एबं ज्ञानेश्वर महाराज जीके प्रणाम जानिये आजकेर विवेचन सत्र शुरु हय।

भगवद्गीतार महिमा गाईते गिये महर्षिरा बलेन, प्रतिदिन आमामेदर गीता पाठ करा उचित। मानुष येमन जल ब्यवहार करे तार देहेर वर्ज्य दूर करे, तेमनि गीतार जल एई संसारेर वर्ज्य दूर करे। (अन्तःकरण चतुष्टय हय)। अन्तःकरण चतुष्टय माने मन (चिन्ता करे), बुद्धि (निर्णय नेय), चित्त (एथाने संसारेर समस्त घटना सङ्कित हये থাকे) एबं अहंकार। गीता मनके शुद्ध ओ पवित्र करे तोले एबं आमरा स्पष्टभावे भगवानेर प्रतिविम्ब देखते पाई।

समग्र सृष्टि वैचित्र्ये भरा। सब मानुषेर प्रकृति आलादा। एगुलो मानसिक बन्धनेर कारणे हय। तिनटि गुणेर कारणे बन्धन हय। गुण माने दड़ि, एई गुणगुलो आमामेदर वेँधे राखे। पाँच हाजार बहुर पूर्वे, श्री भगवान अर्जुनेर माध्यमे, ताँर श्रीमुख थेके आमामेदर सकलके भगवद्गीतार शाश्वत ज्ञान प्रदान करेछिलेन। एत बहुर परेओ ता आजओ समान प्रासङ्गिक। परिस्थितिर परिवर्तनेर परओ मानुषेर मन सेई एकई प्रकार रयेछे। तार विकारओ एकई प्रकारेर रयेछे। अन्येर विकार कीभावे आमामेदर भितरे प्रवेश करे, एटा आमामेदर बुझते हबे। निजेके एबं एई संसारके बुझते हबे। यिनि जगत्संसारेर सृष्टिकर्ता, स्रष्टा, परमात्मा, ताँकेओ बुझते हबे। आमरा यदि जीव, जगत् ओ जगदीशके बुझे निई, तबे आमामेदर जीवन उन्नतिर दिके एगिये याबे। एटाई गीतार उद्देश्य।

भगवान एई अध्यायेर माध्यमे प्रकृतिर तिनटि गुण ब्याख्या करेछेन। एई तिनटि गुण हल सत्त्व, रजस ओ तम। रजोगुणेर कारणे एई संसारेर कर्मकाण्ड चले, सत्त्व गुणेर कारणे ता सठिक पथे चले एबं तमगुणेर कारणे ता थेमे याय। एई तिनटि गुणई आवश्यक, किन्तु एई गुणगुलिरओ पार्श्वप्रतिक्रिया आछे। ताई कखन कोन गुणेर प्रयोग करते हबे ता जाना गुरुत्वपूर्ण। कर्म तो चलतेई थाका उचित, तबे ता येन सठिक पथे चले, कखन ता शुरु करते हबे, कखन ता थामिये दिते हबे, सेई धारणा থাকते हबे। सठिक जीवन यापन करा एबं गुणेर प्रभाव थेके मुक्त हओया, एई कथा आमरा एई अध्याये बुझबो।

प्रत्येकटि मानुष एके अपरेर थेके आलादा, कारण सबईयेर प्रकृतिगत गुणेर मिश्रण आलादा। सेजन्यई दुजन

মানুষ একরকম হন না। আমাদের কাউকে নিজের মতো করতেও হবে না এবং আমাদেরও অন্য কারোর মতো দরকারও নেই। আমি নিজেও বুঝবো এবং অন্যকেও বোঝার চেষ্টা করবো। নিজের জীবনকে উন্নত করবো এবং অন্যের জীবনকেও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করবো।

14.14

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু, প্রলয়ং(ম্)যাতি দেহভৃৎ তদোত্তমবিদাং(ম্)লোকান্, অমলান্প্রতিপদ্যতে॥14॥

যে সময়ে সত্ত্ব গুণ বেড়েছে, সেই সময়ে যদি অবতারের মৃত্যু হয়, সে)সে বিশুদ্ধ জগতে যায়।

বিবেচন: সত্ত্বগুণে স্থিত হয়ে একজন ব্যক্তি যখন দেহ ত্যাগ করেন, তখন তিনি উত্তম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তার সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি হয়। মানুষ নিজের অন্তঃকরণে যে ভাব নিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করে, সেই ভাবই সে আগামী জন্মে প্রাপ্ত হয়। তাই অনেক মানুষ সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করে, ভগবানের চিন্তন-মননে সময় অতিবাহিত করে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অন্তিম সময়ে, তাঁর হাতে জপমালা ছিল। একইভাবে, যখন কোনও মানুষের শেষ সময়ে, তাকে গঙ্গা জল দেওয়া হয়, মুখে তুলসী পাতা রাখা হয়, ভগবত গীতা পাঠ করে শোনানো হয়, যাতে পরবর্তী জন্মে সে উত্তম জন্ম লাভ করতে পারে। **All is well if it ends well.**

14.15

রজসি প্রলয়ং(ঙ) গত্বা , কর্মসঙ্গিষু জায়তে তথা প্রলীনন্তমসি , মূঢ়যোনিষু জায়তে॥15॥

যে ব্যক্তি রজোগুণ বৃদ্ধির কারণে মৃত্যুবরণ করে, সে কর্মময় পুরুষের যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি তমোগুণ বৃদ্ধির কারণে মরণশীল যোনিতে মৃত্যুবরণ করে।

বিবেচন: রজোগুণে স্থিত একজন ব্যক্তি যখন দেহ ত্যাগ করবে, তখন সে এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে যেখানে প্রচুর কর্মব্যস্ততা থাকবে। যদি কেউ তমোগুণের অধিকতা নিয়ে শরীর ত্যাগ করে, তবে সে পশু-পাখি নিম্ন যোনিতে জন্ম নেয়। ভাগবতে জড় ভরতের একটি খুব সুন্দর গল্প আছে, জড় ভরত অত্যন্ত জ্ঞানী, তপস্বী ছিলেন। তিনি নিজের রাজ্য ত্যাগ করে বানপ্রস্থ আশ্রমে চলে যান। একদিন তিনি নদীর তীরে ধ্যানমগ্ন বসে থাকতে দেখেন নদীতে একটি হরিণের বাচ্চা বয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি সেই হরিণের বাচ্চাটিকে বাঁচান এবং তার যত্ন নেওয়া শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি তার মায়ায় পড়ে গেলেন। একদিন হরিণের বাচ্চাটি কোথাও চলে গেল। ভরতজী খুব বিচলিত হলেন, দিনরাত তার চিন্তা করতে লাগলেন। হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি মারা গেলেন এবং পরের জন্মে তিনি হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়।

14.16

কর্মণঃ(স্) সুকৃতস্যাহুঃ(স্), সাত্ত্বিকং(ন্) নির্মলং(ম্) ফলম্ রজসস্তু ফলং(ন্) দুঃখম্ , অজ্ঞানং(ন্) তমসঃ(ফ্) ফলম্॥16॥

জ্ঞানীরা বলেছেন, শুভ কর্মের ফল শুদ্ধ সাত্ত্বিক, রজস কর্মের ফলকে বলা হয় দুঃখ (এবং) তমস কর্মের ফলকে বলা হয় অজ্ঞানতা (মূর্খতা)।

বিবেচন : আমাদের কর্মের দ্বারাই হৃদয়ের শুদ্ধি হয়। সত্ত্বগুণের কর্মফল নির্মল, সুখ শান্তি ও আনন্দ দেয়। রজোগুণের কর্মফল দুঃখদায়ক হয়। তমোগুণের কর্মফলকে অজ্ঞান বলা হয়েছে। তিনটি গুণই শৃঙ্খল। যে মনুষ্য এই তিনটি গুণ পরিত্যাগ করে তাকে বলা হয় গুণাতীত।

**সত্ত্বাঙ্গসঞ্জায়তে জ্ঞানং(ম), রজসো লোভ এব চ
প্রমাদমোহৌ তমসো, ভবতোজ্ঞানমেব চ॥17॥**

সত্ত্ব গুণ থেকে জ্ঞান ও রজো গুণ লোভের দিকে নিয়ে যায় (ইত্যাদি); তমোগুণ থেকে অহংকার, ভ্রম ও অজ্ঞতা এছাড়াও উত্পন্ন হয়।

বিবেচন: ভগবদগীতার মূল লক্ষ্য হল প্রজ্ঞা (জ্ঞান) জাগ্রত করা। বিবেক জাগ্রত হয় সত্ত্বগুণের কারণে। সত্ত্বগুণের কারণে জ্ঞানের প্রাপ্তি হয় এবং শান্তি লাভ হয়। রজোগুণের (চঞ্চলতা, মনোরঞ্জন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা) কারণে লোভ বৃদ্ধি পায়। লোভ একটি মানসিক রোগ। যা বয়সের সাথে সাথে বেড়ে যায়। তাই একে নারাকের দ্বার বলা হয়। তমোগুণের কারণে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পায়।

**ঊর্ধ্বঃ(ঙ) গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা , মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা , অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥18॥**

সত্ত্বগুণে অবস্থিত ব্যক্তি ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন ; রজোগুণে অবস্থিত ব্যক্তি মৃত্যুলোকে জন্ম নেন এবং নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তিতে অবস্থিত ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হন॥ ১৮ ॥

বিবেচন: ঈশ্বর তিনটি গুণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। সত্ত্ব গুণে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তার জীবন ঊর্ধ্বমুখী হয়। তিনি স্বর্গ ইত্যাদি উচ্চতর লোকে গমন করেন। যার মধ্যে রজোগুণ আছে সে উপরেও যায় না, নিচেও যায় না, সে মধ্যম স্থানে (পৃথিবীতে) অবস্থান করে। তমোগুণী অধোগতি অর্থাৎ নীচ যোনিতে (নরকে) যায়। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন যে একজন সাত্ত্বিক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি তার কর্তব্য বিবেচনা করেই কাজ করে। তিনি কর্মের কোনো ফলও আশা করেন না। কর্ম সম্পাদনের আনন্দই হলো তার প্রাপ্তি। রজোগুণ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব সর্বদা এইপ্রকার হয় যে, আমার কাজই প্রথমে সম্পন্ন হয়ে যাওয়া উচিত, অন্যদের নয়, কেউ যেন আমার থেকে এগিয়ে না যায়। এই ধরনের ব্যক্তি নিজের স্বার্থকে সবসময় সবার আগে রাখে। তমোগুণী মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি অধঃপতন প্রাপ্ত হয়। তার জন্ম নীচ যোনিতে হয় যেমন, পোকামাকড়, পশু, পাখি ইত্যাদি।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক। একজন মায়ের তিন সন্তান। প্রথম জন স্কুল থেকে বাড়িতে আসে এবং সমস্ত জিনিস সঠিক জায়গায় রাখে। সে হাত পরিষ্কার করেই খাবার খায়। এর পর সে বাড়ির দরকারি কাজ করে। তার মাকে কিছুই বলতে হয় না, সে নিজে নিজেই সব কাজ করে। সে হলো সত্ত্বগুণী বালক। দ্বিতীয় ছেলেটি বাড়িতে আসার সাথে সাথেই তার জিনিসপত্র এদিক ওদিক ছড়িয়ে ফেলে দেয়। মা তাকে বারবার খাবার খেতে, পড়ালেখা করার কথা বলতে থাকেন, কাজ করানোর জন্য তাকে লোভ দেখাতে হয়। লোভে পড়ে সে কাজ করে। এই বালকটি হল রজোগুণী। তৃতীয় সন্তানটি বাড়িতে আসার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ে। তার জিনিসপত্রের দিকে কোনো খেয়ালও থাকে না, অনেক জিনিস সে স্কুলেই ভুলে ফেলে আসে। মা তাকে বলতে থাকেন যে সে যেন পড়াশুনা করে তাহলে সন্ধ্যায় তাকে আইসক্রিম খাওয়াবেন। কিন্তু সেই ছেলেটি বলে প্রথমে আমাকে আইসক্রিম দাও, তারপর আমি লেখাপড়া করব কি করব না, সেটা ভাববো। এই বালকের মধ্যে তমোগুণের প্রাচুর্য রয়েছে।

**নান্যং(ঙ) গুণেভ্যঃ(খ) কর্তারং(ম), যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি
গুণেভ্যশ্চ পরং(ম) বেত্তি, মদ্ভাবং(ম) সোধিগচ্ছতি॥19॥**

যখন বিচারশীল মানুষ তিনটি গুণ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে কর্তা বলে না দেখেন এবং নিজেকে ত্রিগুণের অতীত

বলে অনুভব করেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন। ১৯

বিবেচন: ভগবান বলেছেন যখন মানুষ আত্ম তত্ত্বের সাথে এক হয়ে যায়, তখন দ্রষ্টার ভূমিকায় বসে উপলব্ধি করে যে, সে স্বয়ং কর্তা নয় এবং ভোক্তাও নয়। আমি সব গুণসমূহের উর্ধ্বে। এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেই আমাদের গুণাতীত হতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে বৃত্তিতে অবস্থিত থাকে, সে সেই অনুরূপই ফল প্রাপ্ত করে। অনেক সাধু সন্তরা একটি একটি গমের দানা নিয়ে রাম-রাম জপ করেন, তারপরে সেই গমের দানা পিষে রুটি তৈরি করে খান। আদি শঙ্করাচার্য বলেছেন, আমি মনও নয়, শরীরও নয়, বুদ্ধিও নয়, ইন্দ্রিয়ও নয়। আমি তো চিদানন্দ স্বরূপ (চৈতন্য তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব)। চিদানন্দ রূপম শিবোহম শিবোহম.....

আমরা এই গল্পের মাধ্যমে বুঝতে পারি কিভাবে তিনটি গুণ আমাদের আবদ্ধ করে রাখে। এক জঙ্গলে তিনজন ডাকাত থাকত। তারা একজন লোককে ধরে তার সমস্ত সম্পত্তি লুট করে নিয়ে নেয়। তার পর একজন ডাকাত বলল, এই লোকটাকে মেরে ফেলি, সে তমোগুণী ছিল। আরেকজন বলল, গাছে বেঁধে রাখি, কোনো বন্য প্রাণী এসে খেয়ে ফেলবে, এ রজোগুণী। তৃতীয় জন রাতের বেলায় সেই ব্যক্তিটিকে নিয়ে জঙ্গলের সীমান্তে নিয়ে যায় এবং বলে, আমি তোমাকে একটা গ্রামের ঠিকানা বলে দিচ্ছি, তুমি নিজে সেখানে চলে যাও। আমারও একটা গুণ আছে, আমি তা লঙ্ঘন করতে পারবো না, এ হলো সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি।

14.20

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ , দেহী দেহসমুদ্ভবান্ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ(র) , বিমুক্তোমৃতমশ্নুতে॥20॥

মানুষ (বিবেকশীল মনুষ্য) দেহ উৎপত্তির কারণরূপ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জরারূপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব অনুভব করেন ॥ ২০ ॥

বিবেচন: শ্রীভগবান বলেছেন, যে ব্যক্তি এই জন্ম, মৃত্যু ও বার্ধক্যের সকল প্রকার কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে, সে এই জীবনেই পরম আনন্দ স্বরূপ অমৃত পান করে। গুরু দেব আরও বলেন, **Joy of being, Not joy of having.**

14.21

অর্জুন উবাচ

কৈলিংগৈস্ট্রীন্গুণানেতান্, অতীতো ভবতি প্রভো কিমাচারঃ(খ) কথং(ঞ) চৈতাংস্, ত্রীন্গুণানতিবর্ততে॥21॥

অর্জুন বললেন- —হে প্রভু ! এই তিনটি গুণের অতীত মানুষকে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা জানা যায় ? তাঁর আচরণ কেমন হয় ? আর এই তিনটি গুণকে কিভাবে অতিক্রম করা যেতে পারে ? ॥

বিবেচন: মানুষের উপর তিনটি গুণের প্রভাবের তথ্য জেনে অর্জুন প্রশ্ন করেন, হে ভগবান, যে প্রকৃতির তিনটি গুণ অতিক্রম করে, সেই মানুষের লক্ষণ কী? তাদের আচরণ কেমন? কিভাবে মনুষ্য প্রকৃতির তিনটি গুণ অতিক্রম করতে পারে?

14.22

শ্রীভগবানুবাচ

**প্রকাশঃ(ঞ) চ প্রবৃত্তিঃ(ঞ) চ, মোহমেব চ পাণ্ডব
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি, ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥২২॥**

শ্রীভগবান বললেন হে পাণ্ডব ! প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ—এই গুণসমূহতে সামগ্রিকরূপে প্রবৃত্তি হলেও গুণাতীত ব্যক্তি এগুলিতে দ্বেষ করেন না এবং এগুলি যদি নিবৃত্ত হয় তবে সেগুলির ইচ্ছা রাখেন না ॥ ২২ ॥

বিবেচন: শ্রীভগবান, অর্জুনকে উত্তর দিয়ে বলেন, যে মনুষ্য জ্ঞানরূপী প্রকাশ (সত্ত্বগুণ) এবং কর্মের জন্য আসক্তি (রজোগুণ) এবং মোহরূপী অজ্ঞানতার (তমোগুণ) প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হলেও এই গুণসমূহকে ঘৃণা করেন না এবং সমভাবে স্থিত হয়ে তাদের প্রতি আকৃষ্টও হন না এবং গুণাবলী নিবৃত্ত হলেও তার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। সুখ বা দুঃখ, উভয় পরিস্থিতিতেই সম-ভাবাপন্ন থাকেন।

14.23

**উদাসীনবদাসীনো , গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব, যোবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥২৩॥**

যিনি উদাসীনের মতো অবস্থান করেন এবং গুণাদির দ্বারা যিনি বিচালিত হন না, গুণই (গুণাদিতে) কার্যাব্যাহিত হতে থাকে - এই ভাব মনে রেখে যিনি নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকেন এবং স্বয়ং কোনো চেষ্টা করেন না। ২৩ ॥

বিবেচন: শ্রীভগবান বলেছেন, যিনি সকল পরিস্থিতির প্রতি উদাসীন অবস্থায় স্থিত হয়ে, অর্থাৎ উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে অবস্থিত থেকে সাক্ষী ভাবে জীবনকে অবলোকন করেন, তিনি গুণসমূহের পরিণামের বিষয়ে অবগত। সেই সাধক গুণাবলীর প্রভাবে বিচলিত হয় না। কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে সে গুণসমূহের প্রকৃতি জেনেও একই ভাবে স্থিত থাকে। কৃষ্ণমূর্তি জী বলেছেন, সমস্ত ঘটনার পরিণাম আমাদের মনস্তাত্ত্বিক স্মৃতিতে (psychological memory) সংরক্ষিত থাকে। তাই আমরা বারবার সুখ-দুঃখ অনুভব করি। গুরুদেব বলেন, যদি সুখ আসে তাকে কাজে লাগাও। দুঃখ এলে তা হজম কর। জীবন যাপনের জন্য তিনটি গুণই ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু কখনোই পরমাত্মা ভাব থেকে দূরে থাকবেন না।

14.24

**সমদুঃখসুখঃ(স্) স্বস্থঃ(স্), সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরঃ(স), তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥২৪॥**

বিবেচন: গুণাতীতের গুণাবলী বর্ণনা করে শ্রী ভগবান বলেছেন, যিনি সুখে-দুঃখে সমান ভাব রাখেন। যিনি আত্ম ভাবে স্থিত থাকেন। যিনি মাটি, পাথর ও সোনার প্রতি সম-ভাবাপন্ন। যার কাছে কেউ প্রিয়ও নয়, কেউ অপ্রিয়ও নয়। যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে ধৈর্য হারান না, তাকেই গুণাতীত মনে করা উচিত। নিজের জীবনের রিমোট কন্ট্রোল কাউকে দেওয়া উচিত নয়। এক ব্যক্তি গৌতম বুদ্ধের শান্তি দেখে ঘৃণা করত, সে তাঁর শান্তি নষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করত। কিন্তু মহাত্মা বুদ্ধের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। তিনি বলতেন, আমি কারো আচরণে প্রভাবিত হই না।

14.25

মানাপমানয়োস্তুল্যঃ(স্), তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ সর্বরস্তুপরিত্যাগী , গুণাতীতঃ(স্) স উচ্যতে॥25॥

যে ধৈর্যশীল ব্যক্তি সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন ও নিজস্বরূপে স্থিত, যিনি মাটির ডেলা, পাথর এবং সোনায়ে সমভাবাপন্ন; যিনি প্রিয়-অপ্রিয় বিষয়ে তথা নিজের নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব বজায় রাখেন; যিনি মান অপমানে ও মিত্র-শত্রু পক্ষের সঙ্গে সমভাব রাখেন, যিনি সর্ব কর্মরস্তু পরিত্যাগ করেন, এইরূপ ব্যক্তিকেই গুণাতীত বলা হয় ॥ ২৪-২৫ ॥

বিবেচন: শ্রীভগবান বলেছেন, যিনি মান ও অপমানকে সমান মনে করেন। যিনি বন্ধু ও শত্রুকে সমানভাবে দেখেন। যার মধ্যে কর্ম করার সময় কর্তাবোধ থাকে না। এই ধরনের মানুষকে প্রকৃতির গুণসমূহের অতীত বলা হয়। আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে এটি বুঝতে পারি। রাবণ সীতাকে অপহরণ করলে ভগবান রাবণকে শত্রুরূপে বধ করেন। রাবণের মৃত্যুর পর ভগবান বিভীষণকে রাবণের অন্তিম সংস্কার করতে বলেন। বিভীষণের প্রত্যাখ্যানে ভগবান বললেন, নিজের ভাই না ভেবে আমার ভাই ভেবেই তুমি রাবণের শেষকৃত্য কর। ভগবান রাম শত্রু ও বন্ধুকে সমান মনে করতেন।

14.26

মাং(ঞ) চ যোব্যভিচারেণ, ভক্তিয়োগেন সেবতে স গুণান্সমতীতৈতান্, ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥26॥

যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভক্তিয়োগের সাহায্যে আমার উপাসনা করেন, তিনি এইসকল গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে ওঠেন ॥ ২৬ ॥

বিবেচন : শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলেন গুণাতীত কিভাবে হওয়া যায়, যে মানুষ কোন অবস্থাতেই অবিচলিত থেকে আমার ভক্তিতে স্থিত থাকে। সেই ভক্ত প্রকৃতির তিনটি গুণকে দ্রুত অতিক্রম করে ব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত হন। গুণাতীত হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া। ভগবান প্রাপ্তির একমাত্র শর্ত হল নিরাসক্ত ভাব নিয়ে ভগবানের শরণে আসা। সগুণ ও নিগুণ উভয়ের প্রতি সম -ভাবাপন্ন হয়ে সমগ্র ভাবে আমাকে গ্রহণ কর। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন- মেঘের ফোঁটা যেভাবে পৃথিবীতে এসে পড়ে, সেইভাবে আত্মতত্ত্ব পরমাত্মাত্ত্বের সাথে একাত্ম হয়ে জ্ঞানপূর্বক কর্ম করে, তখন তাকে পরম ভক্ত বলা হয়। সেই ভক্তই ভগবানের সচ্চিদানন্দ ভাব প্রাপ্ত করে।

14.27

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম , অমৃতস্যাব্যয়স্য চ শাস্বতস্য চ ধর্মস্য , সুখসৌকান্তিকস্য চ॥27॥

যেহেতু ব্রহ্ম, অবিনাশী অমৃত, সনাতন ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়, সবই আমিই ॥ ২৭ ॥

বিবেচন: ভগবান এই শ্লোকে নিজের মধ্যে একাত্ম হওয়ার বার্তা দিয়ে নিজের সম্পর্কে বলেছেন যে এই অবিনশ্বর ব্রহ্ম পদের আমিই অমৃত স্বরূপ, শাস্বত স্বরূপ, ধর্মের স্বরূপ এবং পরম আনন্দ স্বরূপের একমাত্র আশ্রয়। যে এটা বুঝেছে, সেই এই অব্যভিচারিণী ভক্তিতে পৌঁছতে পারে এবং গুণাতীত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়।

এই বিবেচন সত্র এখানেই শেষ হয় এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হল।

প্রশ্নকর্তা: পুনম জী

প্রশ্ন: সত্ত্ব, রজস ও তম এই তিনটি গুণেরও কি বাস্তব জীবনে সমত্ব থাকা উচিত?

উত্তর: জীবনে সমত্ব ভাবে অবস্থিত থাকা প্রকৃত আনন্দ দেয়। ভগবানের ভক্তির মাধ্যমেই আমরা এই আনন্দ পেতে পারি। ভক্তি দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র হবে এবং এই ভক্তিই ভগবানের সাথে একাত্ম করবে। এর দ্বারা আমরা জীবনের প্রভাব থেকে মুক্ত হব। পরমাত্মার সাথে একাত্ম হলে আমাদের মধ্যে সমত্বভাব চলে আসবে।

প্রশ্নকর্তা: অলোক জী

প্রশ্ন: গীতার শেষে ভগবান অর্জুনকে বলেন, দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত জ্ঞান দিয়েছি। সবকিছু ব্যাখ্যা করেছি। এবার তুমি নিজের বিবেক দিয়ে নির্ণয় নাও, কেন বললেন? তিনি কেন অর্জুনকে আদেশ দিলেন না?

উত্তর: ঈশ্বর জীবকে জীবন যাপনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। ভগবান অর্জুনকে সব বুঝিয়ে দিলেন। সব জ্ঞান প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান অর্জুনকে বললেন, যা করবে তা নিজের বিবেক অনুসরণ করেই কর। আত্মচিন্তন করো। বিচক্ষণতা বৃদ্ধি করাই জ্ঞানের মূল লক্ষ্য। এটা dictatorship নয়, এ হলো গুরুর মহিমা বা মহত্ত্ব। গুরুর মহত্ত্বই হলো শিষ্যকে গুরুর পদে নিয়ে উন্নীত করা। ভক্তের আত্মশক্তিকে উদ্দীপ্ত করাই এর উদ্দেশ্য।

প্রশ্নকর্তা: রমা জী

প্রশ্ন: জীবনে প্রমাদ, আলস্য যায় না, সবসময় নিদ্রাভাব থাকে। পূজা পাঠ করতে করতে মন চঞ্চল হয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। কিভাবে এ সব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

উত্তর: নিজের দোষ জানা, সেই দোষ নিবৃত্ত করাই হলো প্রথম ধাপ। আমরা যদি মনে করি যে আমাদের মধ্যে কোন দোষ নেই, তবে আমরা কীভাবে দোষ দূর করব। স্বামী রামদাস জী বলেন, আমরা যদি আমাদের দোষ না জানি, তবে আমরা আমাদের দোষগুলিকে গুণ বলে ভাবতে শুরু করি। নিদ্রার সময় সংযত করতে আমরা কর্ম শীলতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস করতে পারি। আমরা যখন সত্ত্বগুণে প্রবেশ করি তখন মাঝে মাঝে তমোগুণ প্রাধান্য পায়, তমোগুণ যখন সত্ত্বগুণকে দমন করে তখন ঘুম আসে। আপনি যদি তন্দ্রা অনুভব করেন তবে হয় আপনি ভালো করে ঘুমিয়ে নিন বা আপনার কর্মশীলতা বৃদ্ধি করুন (রজোগুণ)। রজোগুণ বাড়ার সাথে সাথে তমোগুণ হ্রাস পাবে। সে সময় পূজা করবেন না, কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত থাকার চেষ্টা করবেন। মানুষের মধ্যে দোষ আছে, কিন্তু দোষের জন্য বিষন্ন হবেন না। ত্রুটিগুলি ধীরে ধীরে দূর করতে হবে। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন, যে অনুশোচনার তীর্থযাত্রা থেকে নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়েছে সে পবিত্রতার দিকে যেতে পারে।

তথ্যপূর্ণ প্রশ্নোত্তর পর্বের পর এই বিবেচন সত্রের সমাপন হলো।



আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

<https://vivechan.learngeeta.com/feedback/>

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!

আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!

সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাশ্রম লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!

আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

<https://gift.learngeeta.com/>

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

<https://vivechan.learngeeta.com/>

॥ গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ॥
॥ ঔ শ্রীকৃষ্ণার্ণমস্তু ॥